Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 31 - 45
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

আধুনিক কাব্য ও রবীন্দ্রনাথের এলিয়ট অনুবাদ

ড. অজয় কুমার দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়
চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর
Email ID: ajoy.003@rediffmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Rabindranath, Eliot, Modern Poetry, Journey of the Magi, Preludes, Punascha, Tirthajatri, Adhunik Kabya, Sishutirtha.

Abstract
The great Nobel laureate, world poet Rabindranath Tagore translated the poem 'Journey of The Magi' composed by T.S. Eliot, one of the renowned representatives of modern poetry in world literature. Rabindranath, one of the greatest romantic poets of the world, added the voice of modern poetry to it. This was a creation within creation. In this poem Eliot portrayed the war-worn city. The world war left its destructive mark on it. Only consumptive thoughts, barrenness and frustration were there. Love was alien there. Actualy the poet wanted to focus on the collapse of civilization, decline of values. Rabindranath translated the poem and it was included in 'Punascha' in the title of 'Tirthajatri'. After first world war a sea change came in social life. Modern poets gave a big blow on the cornerstone of romantic poetry. Influence of modern poets, hard reality took their place also in Tagore's poetry. Next ten years' tenure of Tagore's career after 'Parisesh' was greatly influenced by modernism. Yet, no spontaneous support from him came in favour of European modern poetry. A kind of hesitation, conflict and oscillation was there in Tagore's approach to modern poetry. In his essay 'Adhunik Kabya' Tagore excellently translated few stanzas of Eliot's 'Preludes'. In this rendering, marked with features of modern poetry, Rabindranath's supremacy was proved. He added a significant charm in the mode of modern poetry. But European modern poetry was nothing but anomalous, perversion, arrogant disbelief and extravagance to Rabindranath. He thought that there were few such descriptions of sordid existence of life in Eliot's poetry that harm the elegance of poetry. However, Tagore could not ignore the progenitor of the masterpieces like ' The Waste Land' and 'Four Quartets'. 'Sishutirtha' of 'Punascha'

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 31 - 45
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

was Tagore's original creation. Here the arrival of the great liberator, Jesus Christ has been announced in this suffering world. Here the two great poets stood in the same path. These two great stalwarts of literature, though contradicted to each other in their approach, tried to get nector of religion through spirituality. Towards the end of life Eliot became spiritualist whereas Rabindranath was an inborn spiritualist.

Discussion

এক

"যখন মনে পড়ে পাহাড়তলিতে বসন্তমঞ্জিল, তার চাতাল,
আর শর্বতের পেয়ালা হাতে রেশমি সাজে যুবতীর দল।
এ দিকে উটওয়ালারা গাল পাড়ে, গনগন করে রাগে,
ছুটে পালায় মদ আর মেয়ের খোঁজে
মশাল যায় নিভে, মাথা রাখবার জায়গা জোটে না।"[১]

- রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পুনশ্চ' – কাব্যের 'তীর্থযাত্রী' কবিতায় টি. এস. এলিয়ট– এর 'The Journey of The Magi' – নামক কবিতার এরকম অনুবাদ করেছেন। 'পুনশ্চ' – কাব্যে রবীন্দ্র কাব্যধারার চিহ্নিত পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভাব এবং ভঙ্গি দু'দিক থেকেই এমন পরিবর্তন। কবির রোমান্টিক কাব্য পরিসর এই কাব্যে অনেক সংকুচিত। কবির আবেগ অনেক সংহত। বাস্তব সচেতনভাবে উপস্থাপিত। সর্বোপরি গুচ্ছ গুচ্ছ চিন্তারাশির বহুমুখী প্রকাশ। আঙ্গিকগত দিক থেকে কাব্যের ঘোমটা টেনে গদ্যের স্বাধীনতার ভাবকে মুক্ত করেছেন তিনি।

এলিয়টের মূল কবিতার ছত্রটি দেখা যাক –

"There were times we regretted
The summer palaces on slopes, the terraces
And the silken girls bringing sherbet.
Then the camel men cursing and grumbling
And running away, and wanting their liquor and women,
And the night fires going out, and the lack of shelters."[২]

এলিয়টের 'জার্নি অব দ্য ম্যাজাই' ('Journey of The Magi') – কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন বিষ্ণু দে'র সৌজন্যে। অনুবাদের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন বিষ্ণু। তাঁর ইচ্ছাতেই রবীন্দ্রনাথ কবিতাটিকে গদ্য ছন্দে অনুবাদ করেন। কবিতাটির রচনাকাল মাঘ, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ।

কবিতাটির অন্তর্নিহিত বিষয়ের সারবস্তু পুনরুজ্জীবন। Magi – দের প্রতীক-যাত্রাই কবিতাটির প্রাণ। এই প্রতীক যাত্রা কেন? যীশুর নবজন্মের সন্ধানে এই যাত্রা। নবজন্ম ও মৃত্যু রূপকের আধারে শিল্পরূপে বিম্বিত হয়েছে কবিতায়। যাত্রীরা হলেন রবীন্দ্র নাম-চিহ্নিত 'তীর্থযাত্রী'।

কবিতার সর্বত্রই ছড়ানো রয়েছে ইউরোপীয় পরিবেশ পটভূমির আভাস। পরিণত আধুনিক কবিতার স্বচ্ছন্দ স্বর সংযোজন। রোমান্টিক কবিদের থেকে স্বতন্ত্র অভিনব ভাষ্য। অনূদিত কবিতার সীমিত পরিসরে রবীন্দ্রনাথই তা একালের বাঙালি পাঠককে শুনিয়েছেন। লিখলেন – 'শর্বতের পেয়ালা হাতে রেশমি সাজে যুবতীর দল'। লিখলেন – 'ছুটে পালায় মদ আর মেয়ের খোঁজে'। চরণগুলি রবীন্দ্রনাথ লিখলেন প্রথম স্তবকের মধ্যিখানে। কিন্তু এখানে তিনি শেষ করেন নি। কবি এলিয়ট কবিতার শুরু করেছেন –

"A cold coming we had of it,

Just the worst time of the year
For a journey, and such a long journey:
The ways deep and the weather sharp,
The very dead of winter".[৩]

'তীর্থযাত্রী'রা যাত্রা করছেন গভীর শীতে। দীর্ঘ সময়ের সেই যাত্রা। সময় খারাপ, রাস্তা খারাপ, তীক্ষ্ণ বাতাস, দুর্জয় শীত। রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করলেন –

"কনকনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা –
ভ্রমণটা ভীষণ দীর্ঘ, সময়টা সব চেয়ে খারাপ,
রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট,
একেবারে দুর্জয় শীত।"[৪]

আধুনিক কবি এলিয়ট কবিতায় নিয়ে এলেন বিসদৃশ উটকে। লিখলেন –

"And the camels galled, sore - footed, refractory".[৫]

রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করলেন। নির্মিত হল আধুনিক কাব্যের স্বতন্ত্র ভঙ্গি। শব্দচয়নও রোমান্টিক স্বপ্নময় আবেশ থেকে দূরবর্তী। আধুনিক কাব্যের একান্ত অনুসারী –

"ঘাড়ে ক্ষত, পায়ে ব্যথা, মেজাজ-চড়া উটগুলো
শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা বরফে।"[৬]

নগরের ছবি এঁকেছেন এলিয়ট। বিশ্বযুদ্ধোত্তর নগর, বিশৃঙ্খল উৎক্রান্তির যুগ। সমাজ জীবনের সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা। শুধু আছে ক্ষয়িষ্ণু চিন্তা ও কুশ্রীতা। বন্ধ্যাত্ব এবং হতাশা, যা নগরীর ছবিকে ম্লান করে তুলেছে। এলিয়ট দেখিয়েছেন, কোথাও কোন স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধুত্বের চিহ্ন নেই। নাগরিক বিরোধ সর্বত্রই। গ্রামগুলি অপরিষ্কৃত নোংরা। সেখানেও কোন প্রীতি নেই। উচ্চ মূল্যের বেচাকেনা – অসম স্ফীতি। নগর-নগরী, গ্রাম-বাংলা ছিন্ন-টুকরো টুকরো হয়ে গেছে –

"And the cities hostile and the towns unfriendly
And the villages dirty and charging high prices;
A hard time we had of it". [৭]

এ এক কঠিন সময়চিত্র। রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করলেন –

"নগরে যাই, সেখানে বৈরিতা; নগরীতে সন্দেহ
গ্রামগুলো নোংরা তারা চড়া দাম হাঁকে।
কঠিন মুসকিল।"[৮]

নগরীর স্থানে স্থানে এলিয়ট দেখেছেন পচা গলা দুর্ভেদ্য সন্দেহ। শহরের পৈশাচিক অসহ কলুষতার সঙ্গে বোঝাপড়া করেই কবি উত্তরণের বাসনা পোষণ করেন। লণ্ডন শহরের আবিল আবর্তে কেবল শুষ্ক আবেগহীন ভোগবাসনাই তৃপ্ত হতে পারে। হৃদয়ের শান্ত পারাবতটি শীতের বিশুদ্ধ রোদ পোহাতে চায়। কি দিতে পারে লণ্ডন শহর? ঋষিসুলভ গভীর প্রজ্ঞাবান মানুষটিতো কদর্য, শুষ্ক নিরাসক্ত ভোগচিত্রে তৃপ্ত থাকবেন না। আফলা অবৃষ্টির দেশের মানুষ যেমন ঝর্ণার জল খোঁজেন, সীমাহীন মেঘরোদ্দুরের দেশ খোঁজেন, সবুজ বনানী খোঁজেন, অনুভববেদ্য শান্ত শীতলতা খোঁজেন, এলিয়ট তেমনি ভোরের মিঠে শীত খোঁজেন, পাহাড়ের নিম্নভূমির খদে ভিজে ভিজে বরফ খোঁজেন, আর খোঁজেন নিবিড় গাছ গাছালির অরণ্য। প্রকৃতির ঘ্রাণ শুষে শুষে নিতে চান কবি। শহরের পাষাণ প্রাচীরে রুদ্ধ এ এক ব্যথিয়ে ওঠা যন্ত্রণাদীর্ণ হৃদয়ের ভার থেকে পরিত্রাণের উপায় খোঁজা। এলিয়ট লিখলেন –

"Then at dawn we came down to a temperate valley,
Wet, below the snow line, smelling of vegetation".[৯]

আর প্রকরণে প্রসাধনে রবীন্দ্র সৃষ্টি হয়ে উঠল আধুনিক। তাঁর সময়ের থেকে দূরবর্তী নিজের সৃষ্টিকে তিনি নিজেই ভাঙলেন। সমকালের আধুনিকদের কাছে তিনি ছিলেন সুউচ্চ রাজপ্রাসাদ। সেই সীমানা ভেঙে গেল তাঁর হাত ধরেই। রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন মিথিক পুরুষ। এখানে কোন রঞ্জন নেই, 'রক্তকরবী'র জালবন্দি রাজা নিজেই নিজের অবরুদ্ধ প্রাসাদে আঘাতে করলেন। এ যেন সত্য সত্যই তরুণ অভিজিতের রূপ ধরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পুণ্যতোয়া গঙ্গার জলধারাকে মুক্ত করলেন। আধুনিক কবিতা রবীন্দ্রনাথের কলমেই মুক্তির ছাড়পত্র পেলো। হোক না অনুবাদ। কবি উপরিউক্ত চরণের অনুবাদে লিখলেন–

"ভোরের দিকে এলেম যেখানে মিঠে শীত সেই পাহাড়ের খদে;
সেখানে বরফ-সীমার নীচেটা ভিজে – ভিজে, ঘন গাছ - গাছালির গন্ধ।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ এলিয়টের 'Journey of the Magi' কবিতার অনুবাদ ('তীর্থযাত্রী') করেছেন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রায় দশ বৎসরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই সময়টাকে বলা হয় 'Age of Interrogation'। এলিয়ট এই পর্বটিকে বলেছেন– 'L'entre deux guerres'[১১] – অর্থাৎ দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকাল। এই কালে পৃথিবীর ভরকেন্দ্রটি কেমন টালমাটাল হয়ে যাচ্ছিল। ধূলিধূসর বিপন্ন সমাজকেন্দ্রটি বড্ড নড়বড়ে, এলোমেলো, টলন্ত ও বিশৃঙ্খল। এলিয়ট এমন কঠোর কর্কশ সমাজ পটভূমিকেই সামনে রেখে কবিতা লিখেছেন। খররৌদ্র পীড়িত দগ্ধ দুপুরে মৃত্তিকা সংলগ্ন আকাশের নিচে তিনটে গাছকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তিনি। ছায়া আছে কি নেই নিশ্চিত করে বলা যাবে না। মনে হয় সেই ম্রিয়মান খর্জুর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লাবণ্যের শৈল্পিক তরঙ্গকে বাদ দিয়ে কবিতা লেখেন না। কবিতায় প্রাণ সঞ্চার করেন আপন অনুভূতিদেশের সুবাতাস দিয়ে। এলিয়ট লিখলেন – "And three trees on the low sky".[১২] রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথের নীলাকাশকে ফেরালেন না। কবিতা হয়ে উঠল একান্ত রাবীন্দ্রিক। রবীন্দ্র বিনির্মাণে 'আকাশ' হয়ে উঠল 'দিগন্ত'। ভোরের কুয়াশায় সিক্ত। শিশিরে ভেজা পেলব পংক্তি অনুবাদকে আর এক পংক্তিতে রূপান্তরিত করল – "দিগন্তের গায়ে তিনটে গাছ দাঁড়িয়ে"।[১৩] আবার সেই নগর চিত্র – বিশ্বস্ত ভোগবাদী ছবি। দরজা খোলা। তার পাশেই দুই ব্যক্তি পাশা খেলছেন শুধু টাকার লোভে। এ বহু শতাব্দী জুড়ে বসে থাকা বাংলাদেশের সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম জীবন নয়। শরতের শিউলির সুবাস নয়, ঝরা বকুলের ব্যথিয়ে ওঠা স্মৃতি নয়, শারদ পূর্ণিমা রাত্রির শিশিরে ভেজা ঘাস নয়। এ লণ্ডন শহর, যেখানে নিয়ন আলোয় মানুষের বিবেক পণ্য হয়ে ওঠে। নিত্য দিনের পাশা খেলা। মুহূর্তে মুহূর্তে মদের পেয়ালা খালি হয়ে যায়। এলিয়ট লিখলেন –

"Six hands at an open door dicing for pieces of silver,
And feet kicking the empty wine-skins".[১৪]

'পুনশ্চ' – এর কবি তখন আধুনিক হয়ে উঠেছেন। দোলাচলতা কাটিয়ে উঠেছেন। পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রহর অবলীলায় অতিক্রম করেছেন। বাংলা কাব্যে সদ্যমাত্র শুরু হয়েছে রাবীন্দ্রিক নতুন অধ্যায়। রবীন্দ্র-কলমে আধুনিক কবিতা পূর্ণতার ভাষা পাচ্ছে। রবীন্দ্র-অনুবাদে এলিয়ট এলিয়টের মতই মর্যাদা পেলেন। কবির অনুবাদে কাব্যপংক্তি আরো স্বচ্ছন্দ হল। কবি লিখলেন –

"দুজন মানুষ খোলা দরোজার কাছে পাশা খেলছে টাকার লোভে,
পা দিয়ে ঠেলছে শূন্য মদের কুপো।"[১৫]

কবিতায় ধরা পড়ে এলিয়টি সংশয়। আধুনিক কবি তো সংশয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত হতে হতে সত্যের সীমানায় উপনীত হন। কবি কবিতায় লিখলেন -

লেখো, লেখো – আমাদের টেনে নিয়ে যায়, সে কি জন্ম না মৃত্যুর সন্ধানে –

"This: were we led all that way for
Birth or Death"?[১৬]

রবীন্দ্র অনুবাদে -

"এই লিখে রাখো – এত দূরে যে আমাদের টেনে নিয়েছিল,

সে কি জন্মের সন্ধানে না মৃত্যুর।"[১৭]

কবির ধারণা ছিল জন্ম বুঝি খুব সহজ, আর মৃত্যু বুঝি খুব কঠিন। দুই কবি দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু সে ভুল ভেঙে গেছে। জীবন মৃত্যু দুইই কঠোর, দুইই নিদারুণ যন্ত্রণার। মৃত্যুর অসহ যন্ত্রণার মত জীবনের যন্ত্রণা। এলিয়ট লিখেছেন –

"I had seen birth and death,
But had thought they were different; this Birth was
Hard and bitter agony for us, like Death, our death."[১৮]

রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করলেন –

"কিন্তু এই-যে জন্ম এ বড়ো কঠোর –
দারুণ এর যাতনা, মৃত্যুর মতো, আমাদের মৃত্যুর মতোই।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করলেন ঠিকই, কিন্তু দুই কবির জন্ম ও মৃত্যু দর্শনে যথেষ্ট তফাত থেকে গেলো। রবীন্দ্রনাথের কাছে মৃত্যু যন্ত্রণার নয়। আর জীবন তো ঔপনিষদিক আস্বাদে ভরপুর। কৈশোর অতিক্রমী সদ্যস্নাত তাপস কুমার রবীন্দ্রনাথ – 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে লিখলেন –

"মরণ রে,
তুঁহু মম শ্যামসমান।
...　　...　　...
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান।
তুঁহু মম শ্যামসমান।"[২০]

এই সুন্দর পৃথিবীতে কবি মৃত্যু কামনা করেন না। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের প্রথম কবিতা 'প্রাণ'। সুখ-দুঃখকে গ্রহণ করে কবি নতুন নতুন সঙ্গীতের ফুল ফোটাতে চান। কবির হৃদয় কন্দরে সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের সৌরভ। কবি লিখলেন –

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,
...　　...　　...
হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।"[২১]

কবি কীটসের কাছে মৃত্যু এক পূর্ণতা। অপরপক্ষে শেলীর কাছে তা মুক্তি। কবি শেলী তাঁর 'Adonais' – কবিতায় বললেন – জীবিত সে, জাগ্রত সে, যিনি মৃত – তিনি কেউ নন –

"He lives, he wakes – 'tis Death is dead, not be". [২২]

মৃত্যুতে জীবনের রূপান্তর ঘটে মাত্র। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে। তার স্বর ধ্বনিত হয় সমস্ত সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে। এই বিশ্ব বিধৃত রয়েছে তার ক্লান্তিহীন পবিত্র প্রেমে, প্রকৃতির পরতে পরতে উর্ধ্বে আলোকের ধারায়। কবি লিখলেন –

"He is made one with Nature: there is heard
His voice in all her music, ...
Which wields the world with never - wearied love,
Sustains it from beneath, and kindles it above".[২৩]

এই পৃথিবীতে জন্মের আগে আরেক জন্মের কথা কল্পনা করেন টেনিসন ('The Two Voice')। মৃত্যুতেই জীবন-মৃত্যুর দার্শনিকতা উদ্ভাসিত। কবি পত্নীর মৃত্যুতে জীবনকে উপলব্ধি করেছেন কবি, মরণেরও। কবির জীবনই হয়ে উঠেছে তাঁর প্রিয়ার জীবন। 'স্মরণ' কাব্যের (১২ সংখ্যক) কবিতায় কবি লিখলেন –

> "আপনার মাঝে আমি করি অনুভব
> পূর্ণতর আজি আমি। তোমার গৌরব
> মুহূর্তে মিশায়ে তুমি দিয়েছ আমাতে।
> ছোঁয়ায়ে দিয়েছ তুমি আপনার হাতে
> মৃত্যুর পরশমণি আমার জীবনে।"[২৪]

কবি কীটসের মতই মৃত্যু কবির অনুসিদ্ধান্ত পূর্ণতর রূপে উদ্ভাসিত হল। মৃত্যুর স্পর্শ কবির জীবন ছুঁয়ে গেল। জীবন মৃত্যুর পৃথক সত্তার আর অস্তিত্ব থাকল না। মৃত্যু গুটি গুটি পায়ে নিয়ে গেছে কবি পত্নীকে। তাঁর সাধ-স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে গেছে। কবি মনে করেছেন, তাঁর নিজের জীবনের মধ্য থেকেই পত্নীর অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। কবি কাব্যের ১৭ সংখ্যক কবিতায় লিখলেন –

> "মৃত্যু – মাঝে আপনারে করিয়া হরণ
> আমার জীবনে তুমি ধরেছ জীবন।"[২৫]

আর কাব্যের শেষ কবিতায় (২৭ সংখ্যক কবিতা) কবির অনুসিদ্ধান্ত, কবির জীবনই তাঁর পত্নীর জীবন। জীবন মৃত্যু হয়ে উঠল সাদা – একই খাতায়, একই পাতায় –

> "আমার জীবনে তুমি বাঁচো, ওগো বাঁচো।
> তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচো –
> যেন আমি বুঝি মনে
> অতিশয় সংগোপনে।
> তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।
> আমারি জীবনে তুমি বাঁচো, ওগো বাঁচো।"[২৬]

এলিয়টের 'Journey of the Magi' – কবিতার সারাৎসার নিহিত রয়েছে প্রাচ্যদেশীয় প্রাচীন জ্ঞানী ব্যক্তির পুনর্জন্ম বা নবজন্মের অনুসন্ধানের মধ্যে। কবিতাটিতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের প্রভাব রয়েছে। কবিতার কেন্দ্রীয়ভাব যীশুর নবজন্মের সন্ধানে Magi দের প্রতীক যাত্রা। রবীন্দ্র – অনুবাদে এই Magi-রাই হলেন 'তীর্থযাত্রী'। এই Magi-দের পরিচয় কী? এঁরা কারা? যীশুর জন্মের পর যে তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর কাছে নৈবেদ্য উপহার দিতে গিয়েছিলেন এঁরাই হলেন Magi। ঐ তিন জনের মধ্যে একজন ছিলেন যাদুকর। Magi – দের এই যাত্রা মৃত্যু ও নবজন্মের রূপক। এই কবিতার উৎসমুখ নিহিত রয়েছে খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে।

এলিয়ট কবিতা শেষে আপনার দেশে ফেরাকে সময়োচিত মনে করেছেন। সে আরেক ঈশ্বরের দেশ, স্বপ্নভূমি। যেখানে মৃত্যুর মধ্যে রয়েছে বাঁচার আনন্দ। কবি লিখলেন –

> "We returned to our places, these Kingdoms,
> But no longer at ease here, in the old dispensation,
> With an alien people clutching their gods.
> I should be glad of another death".[২৭]

রবীন্দ্রনাথ মহামানবের আগমনকে তাঁর অন্যান্য মহৎ সৃষ্টির মতই চিরন্তন করে রেখেছেন এলিয়টের উক্ত কবিতাটির অনুবাদের মধ্য দিয়ে। বাস্তবনিষ্ঠ কবিতার প্রতি ঝুঁকে থাকা কবি এলিয়টের কবিতার অনুবাদ করছেন রোম্যান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ। বাস্তবতার মধ্য থেকেই এলিয়ট আধ্যাত্ম দর্শনের শক্তি অর্জন করছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্ম দর্শনের

অসীম নীলাকাশে আশ্রয় নিয়ে তিনি বেঁচে থাকার আশ্রয় খুঁজে নিয়েছেন। তাঁর জীবনের এ এক বড় প্রশান্তি। আর আধ্যাত্মবাদী রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতার শত ঝঞ্ঝা-হতাশা-নৈরাশ্য ও দুঃখ-যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে ঈশ্বরের পদতলে নতজানু সমর্পণ করলেন। দু'জনের সৃষ্টি একই মহাসাগরের শান্তনীল জলে সমাহিত হল। একথা ঠিক, 'Journey of the Magi' – কবিতাটির অনুবাদ কর্ম 'তীর্থযাত্রী' কবিতাটি অনুবাদের শীর্ষদেশ স্পর্শ করল। অনুবাদ যে নিছক অনুবাদ নয়, তা গভীরতর হয়ে ওঠা ব্যঞ্জনা, সেই ছাপ রেখে গেলেন কবি এই অনূদিত 'তীর্থযাত্রী' কবিতায়। কবি লিখলেন –

> "এলেম ফিরে আপন আপন দেশে, এই আমাদের রাজত্বগুলোয়।
> আর কিন্তু স্বস্তি নেই সেই পুরানো বিধিবিধানে
> যার মধ্যে আছে সব অনাত্মীয় আপন দেবদেবী আঁকড়ে ধ'রে।
> আর-একবার মরতে পারলে আমি বাঁচি।"[২৮]

দুই

'পুনশ্চ' – কাব্যের 'তীর্থযাত্রী' কবিতার অনুবাদ কেবল আধুনিক কবিতার চিহ্নবাহী হয়ে ওঠে নি, কাব্যের অন্যান্য কবিতাও হয়ে উঠেছে আধুনিক। অবশ্যই তা রাবীন্দ্রিক, স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। আধুনিক কবিতা মানেই যে গড়পড়তা এক ছাঁচে ঢালাই কবিতা তা কখনোই নয়। এসব কবিদের চলন-বলন, ধরন-ধারণ, আকার-প্রকার, রীতি-প্রকৃতি এক রকম হবে, তাও নয়। পরিশীলিত সাহিত্য-শিল্পের কোন ক্ষেত্রেই এমন হয় না। কেবল একটি সময় পর্বকে চিহ্নিত করা হয়। 'মানসী', 'সোনার তরী'র কবি রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তো সে প্রশ্নই ওঠে না। প্রতিভাবান স্রষ্টার মূল্যায়ন সাধারণের হাতে থাকে না। কালের হাতেই সমর্পিত হয়। কি হবেন, কি হতে পারতো, হাওয়া বদল, বাঁক বদল এমনকি অনেক ভবিষ্যৎ বাণীকে অবলীলায় অতিক্রম করে যান প্রতিভাবানেরা। যদি বিশ্বযুদ্ধ না আসতো, যদি 'কল্লোল' (১৯২৩), 'কালিকলম' (১৯২৬), 'প্রগতি' (১৯২৬) – এর মত পত্রিকায় এক ঝাঁক প্রতিশ্রুতমান কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব না হতো, তবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিধারা কি একই সমান্তরাল সরলরেখায় আপন ঠিকানা খুঁজে নিয়ে নিশ্চিন্তভাবে অবাধে কাব্যক্ষেত্রে বিচরণ করতো? প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী বাঙালি আধুনিক কবিদের সিংহভাগই তো রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিবলয়কে অতিক্রম করার জন্য পূর্ণশক্তির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রোত্তর কালের আগমন নিশ্চিত করতে আধুনিকেরা একরকম আদাজল খেয়ে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এক্ষেত্রে বিশ্বযুদ্ধ, বিদেশী প্রভাব, পাশ্চাত্য আধুনিক কবিদের কাব্য, সমাজভূমির আমূল পরিবর্তন, তারুণ্যের ঢেউ, পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রভাব, নব্য কাব্যরীতি – এসবকে ছাপিয়ে উঠেছিল সমকালের বাস্তবতা। বাস্তবতাই সেই কঠিন পেরেক, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রোমান্টিক সৃষ্টিধারার মর্মমূলে আধুনিক কবিরা সঠিকভাবে পুঁতে দিতে পেরেছিলেন। আর সমকালকে হৃদয়ে ধারণ করার অভ্যেস রোমান্টিক কবি হয়েও কবীন্দ্র-রবীন্দ্রের প্রথম থেকে ছিল। শুধু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাঙালি আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রনাথকে সচকিত করলেন মাত্র। রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহে নতুন কালের এমন দোলন স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হল। সুতরাং 'পুনশ্চ' কাব্যে এলিয়টের 'Journey of the Magi' – কবিতার সার্থক অনুবাদ 'তীর্থযাত্রী'-র আগে – পরে বা সমকালে এই নতুন ও পুরানো দোলন-দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথ তাঁর তুলির টানে টানে রঙে-রেখায় চিহ্নিত করে গেছেন। এক্ষেত্রে কখনো তাঁর নিজের কাল পুরানোর প্রতি আকর্ষণ, কখনো আক্ষেপ, কখনো মৃদু-মন্দ-ধীর লয়ে নতুনকে আহ্বান, কখনো বিপদসংকুল পথে বরণ, কখনো সংশয়, কখনো বাস্তবতার সূচিতীক্ষ্ম বিপন্নতার সংকেত, কখনো তাঁর কাব্যে ঋতু পরিবর্তনের চিহ্নিত পথরেখাকে সৃষ্টির সুরে সুরে বিচিত্র সাজে সজ্জিত করেছেন। 'পরিশেষ' কাব্যের কবি তো তাঁর পূর্বতন সৃষ্টিধারাকে কালের পদতলে রেখে স্নান সমাপন করেছেন। কবি 'জন্মদিন' কবিতায় লিখেছেন –

> "রবিপ্রদক্ষিণপথে জন্মদিবসের আবর্তন
> হয়ে আসে সমাপন।"[২৯]

'পরিশেষ' কাব্যে একটা অধ্যায়ের অবসান ঘটে গেল। পান্থ তিনি। নাবিক যেমন জোয়ার-ভাটার টানে টানে সমুদ্র সন্ধানে যাত্রা করেন। পথিকরূপী রবীন্দ্রনাথ নানা চড়াই উতরাই পথ পেরিয়ে আলোকের সন্ধানে যাত্রা করেন। কবি 'পান্থ' কবিতায় লিখলেন –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 31 - 45
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে,
চঞ্চলের সর্বভোলা দানে –
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে।"[৩০]

এমনি সৃজনের পর্বে পর্বে মুহূর্তে মুহূর্তে নতুন নতুন বরণের ডালি উপহার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'পুনশ্চ' কাব্যের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্যা স্পষ্ট করেছেন। পুরানোর প্রতি এক দূরতর স্মৃতিবিধুর মমত্ব রেখেই কবি নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর কথামালাকে কাব্য চিহ্নিত করেছেন। এক সময়ে ছিল সেই পুরানো নীলকুঠি, তার ভাঙা ভিত কবিতায় অতীত বাস্তবের ম্লান ধূসরতা নিয়ে আসে। সেই রাজবংশী জনপদ, সে পাড়ার ইতি উতি তুচ্ছ অচ্ছুৎ-অন্ত্যজেরা নীলকুঠির ভাঙা প্রাচীরের এধারে ওধারে ছাগল চরায়। কোপাই বড় নির্মম। তার উঠে ঢেউ, পড়ে ঢেউ হুস-হাস টেনে নিয়ে যেতে পারে হাটের ধারে ধারে তাদের গড়ে ওঠা বাড়িগুলিকে। যে বাড়ি সস্তা টিন দিয়ে মোড়া। কখনো সখনো প্রলয় হয়ে ওঠা এ নদী সহসা গ্রাস করে নিতে পারে তাদের গঞ্জ, এমন কি গোটা পাড়া - গ্রামকেও। এই কোপাই নদী, এখানে সাঁওতালদের বাস। কতকালের সাঁওতাল রমণীরা শুধু কলকল করে কথা বলে। পৃথিবী তো বুড়ি হয়ে গেছে। কোপাই নদী – অনার্য নাম তার। ঋতু আসে, ঋতু যায়। আসে বর্ষা, আসে শরৎ। কোপাই ভাঙা তালে হেঁটে চলে। হাঁটে সাঁওতাল ছেলেরা, তাদের হাতে থাকে ধনু। কোপাইয়ের পাশ দিয়ে চলে যায় গোরু গাড়ি। সে গাড়িতে আঁটি আঁটি খড়। কুমোর হাটে যায়, বাঁকে তার থাকে হাঁড়ি-কুড়ি। এ গাঁয়ের কুকুরের পিছু পিছু চলে যায়। আর হেঁটে চলে যায় ছেঁড়া ছাতি মাথা দিয়ে তিন টাকা মাস মাইনের গুরুমহাশায়। এই বাস্তবতা, কবির সৃষ্টির তুলিতে টানা কালো কালো মুখ। অসফল দিনান্তের আবছা তারার মত। হ্যাঁ - এই সেই বাস্তবতা। কবির 'পুনশ্চ' – কাব্যের প্রথম কবিতা 'কোপাই' – এ এমন বাস্তবতারই প্রতিধ্বনি। বিষয় এবং ভাষার গৃহস্থালি। কবি লিখলেন -

"তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে;
পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি
আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে;
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা;
আর, মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।"[৩১]

'পুনশ্চ' – কাব্যগ্রন্থের 'নূতন কাল' কবিতায় পুরানো কালের অবশেষ ঘোষণা করলেন –

"সে কালের দিন হল সারা।"[৩২]

এই 'পুনশ্চ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যকাব্য। কাব্যছন্দের বন্ধন মুক্ত হয়ে আধুনিক কবিতার যাত্রাপথকে সহজ করলেন রবীন্দ্রনাথ। কবি নিজের সৃষ্টিকে আধুনিক কবিদের মতই বাণীর অলংকারে সজ্জিত করলেন –

"আমার বাণীকে দিলেম সাজা পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে।"[৩৩]

কাল অবলীলায় চলে যায়। পুরাতনের স্মৃতি কবিকে বিষণ্ণ করে তোলে। নতুনকে গ্রহণ করতে হয়। তবু তিনি কুণ্ঠাকে সরিয়ে ফেলতে পারেন না। নতুনের ভিড়ে বার বার হোঁচট খেতে থাকেন কবি -

"যেখানে আমার পুরানো কাল অবগুণ্ঠিত মুখে চলে গেল,
যেখানে পুরাতনের গান রয়েছে চিরন্তন হয়ে।
আর, একলা আমি আজও এই নতুনের ভিড়ে বেড়াই ধাক্কা খেয়ে,
যেখানে আজ আছে কাল নেই।"[৩৪]

কবি তাই আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখেন দূরকালের ছবি। 'পুনশ্চ' – কবির চোখে দেখা বাস্তব। 'খোয়াই', 'ছেলেটা', 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', 'ক্যামেলিয়া', 'সাধারণ মেয়ে', 'বাঁশি', 'শুচি', 'মুক্তি', 'প্রেমের সোনা', 'স্নান সমাপন', 'প্রথম পূজা' প্রভৃতি কবিতার তুলনা মেলা ভার। প্রতিটি কবিতা এক একটি মাইলস্টোন, আধুনিকতার চিহ্নবাহী।

রবীন্দ্রনাথ তো মূর্তি নির্মাণকারী সৃষ্টিশীল পটিদারের মত। কাদামাটি পেলেই হল। অপূর্ব-অনিন্দ্য-সুন্দর সেই মূর্তিরূপ। চোখ ফেরানো যায় না। একেই বলে ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথ কবি এলিয়টের 'Journey of the Magi' কবিতার অনুবাদ করেছিলেন মাঘ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে। তখন ছিল দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আবার শুরু হয় হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এলিয়টের কবিতা অনুবাদের অনেক আগেই আধুনিক কবিতা লেখাতে রবীন্দ্রনাথের হাত ভাল রকমই পেকে গিয়েছিল। তাঁর লেখা রোমান্টিক কবিতার উপরে ম্লানতার স্পষ্ট ছায়া পড়েছিল। আধুনিক কবিতার বোধ তাঁর পরিপক্ক হয়েছিল। তিনি হয়ে উঠেছিলেন সর্বগুণান্বিত সব্যসাচী কবিপুরুষ। 'পুনশ্চ' কাব্যটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে। 'পুনশ্চ' - এর প্রথম কবিতা 'কোপাই' লেখা হয়েছিল ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১ ভাদ্র। আর শেষ কবিতা 'পয়লা আশ্বিন' লেখা হয়েছিল ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১ আশ্বিন। আর রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটির রচনাকাল ছিল ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ। গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। সর্বোপরি, 'কল্লোল' পত্রিকাটি গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, মণীন্দ্রলাল বসু এবং সুনীতি দেবী এই চার বন্ধু মিলে প্রকাশ করেছিলেন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। এছাড়া 'কালিকলম' (১৯২৬), 'প্রগতি' (১৯২৬) প্রভৃতি পত্রিকা আধুনিক কবিতাকে পুষ্ট করেছিল। প্রগতিশীল তরুণ কবিরা যখন আধুনিক বাংলা কবিতার রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের ধারাটি খনন করতে চলেছেন, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত যখন লিখেছেন – 'সম্মুখে থাকুন বসি দ্বার রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর'। রবীন্দ্রনাথ তখন আধুনিকতার সেই আসনটিতে যথাযথ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তিনি হয়ে উঠেছেন আধুনিক কবিতার রাজপুত্র। আর সেই রবীন্দ্রসৃষ্ট রাজপথ উত্তরণ করেই নবজন্ম হয়েছিল রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতার। এক্ষেত্রে নবীন কবিদল ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই পরস্পর পরস্পরের কাছে ঋণী ছিলেন। প্রকৃতই সময়টা ছিল বাংলা সাহিত্যের মহেন্দ্রক্ষণ। কবির কাছে তরুণেরা পেয়েছিলেন অনুপ্রেরণা। আর রবীন্দ্রনাথ তরুণদের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভক্তিনম্র ভালবাসা।

তিন

রবীন্দ্রনাথ বাস্তবকে দেখেছেন, বুঝেছেন। সামাজিক বাস্তবতা এবং সাহিত্যের বাস্তবতা এক নয়। সামাজিক বাস্তবতা প্রাকৃত জীবনের হুবহু রূপ, যাকে চোখে দেখা যায়। প্রত্যক্ষ-গোচর এই বাস্তবতা প্রাকৃত সত্য। অপরপক্ষে সাহিত্যে থাকে মনের কল্পনা, ভাবের ব্যঞ্জনা, অনুভূতির রস ও রঙ। ভাব এবং রস সাহিত্যকে সৌন্দর্য সন্ধানের অভিনব ঠিকানায় পৌঁছে দেয়। সাহিত্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাস্তব অতিরিক্ত সুন্দরকে খোঁজেন, আনন্দকে খোঁজেন। কবি সাহিত্যকে 'অধিকতর সত্য' বলেছেন। কবি বলেন, সাহিত্য যা সৃষ্টি করে, তা প্রাকৃতিক হলেও প্রত্যক্ষ নয়। সাহিত্য সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধে লিখেছেন – "প্রাকৃত-সত্যে এবং সাহিত্য-সত্যে এইখানেই তফাত আরম্ভ হয়। সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাঁদে প্রাকৃত মা তেমন করিয়া কাঁদে না। তাই বলিয়া সাহিত্যের মা'র কান্না মিথ্যা নহে। ...এই জন্যই সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। ...এই রূপে রচনার বিষয়টি বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়া ওঠে"।[৩৫] 'সাহিত্যের বিচারক' – প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন আশ্বিন ১৩১০ বঙ্গাব্দে। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে গ্রন্থটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ করে।

ঔপনিবেশিক ভাবরসে জারিত ঋষিসুলভ রবীন্দ্রনাথ বাস্তব জীবনের শ্রীহীন বিকারকে অবিকল ভাবে সাহিত্যে রূপ দিতে চান নি। বাস্তবতার মধ্যে তিনি দেখেছেন পঙ্কিলতা ও কর্দম জীবনচিত্র। সবকিছুই কেমন যেন বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, শুষ্ক, খণ্ড ও অপূর্ণ। কবির বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বাস্তবতার ধারণা সমৃদ্ধ হয়েছে। কবি সত্যকে শুধু বাস্তবের মধ্যে সন্ধান করেন নি, সত্যকে সন্ধান করেছেন দর্শন এবং কাব্যের মধ্যে। বাস্তবতার সঙ্গে পরিচয় ঘটলেও রোমান্টিক কবির কল্পনা, সৌন্দর্যবোধ, সত্য-সুন্দর-মঙ্গল এবং সাহিত্যের আনন্দকে তিনি অস্বীকার করেন নি। কিশোরকাল থেকে এগুলি তাঁর জীবনচর্যার সঙ্গে সংলগ্ন ছিল। তিনি মনে করেন, বাস্তবতার মধ্যে সুন্দরের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। আমাদের চারদিকে ঘিরে আছে

যে বাস্তবতা, তা রসহীন, সেখানে আমাদের সংবিৎ সাড়া দেয় না। আমাদের উপলব্ধি নিস্পৃহ। সেখানে আমাদের আত্মচেতনা ম্রিয়মান। আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্র নির্জীব। এমন বাস্তবতার মধ্যে মানুষের আত্মবিকাশ ঘটে না। কবি এমন বাস্তব সাহিত্যকে পরিত্যাগ করতে চান। কবির সখ্যতা চিরকালীন সাহিত্যের সঙ্গে। বাস্তব সাহিত্যে লোকশিক্ষা হয়, কিন্তু সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সত্য সেখানে ব্যক্ত হয় না। সাহিত্যের মধ্যে বাস্তবতা থাকবে একথা ঠিক, তা না হলে সাহিত্য হয়ে ওঠে মস্ত ফাঁপা, সে আর এক ফাঁকি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, কবিকে বাস্তবের মধ্য থেকেই অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান করতে হবে। ‘সাহিত্যের পথে’ গ্রন্থের ‘বাস্তব’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – “বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে। তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তাহারই’ পরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নাই”।[৩৬]

রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছেন, সমকালের তরুণ লেখকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তত গভীর নয় বলে। কিন্তু তাদের সৃষ্টি কল্পনা, ভাষা ও অধ্যবসায় কবিকে মুগ্ধ করেছে। কবি তাঁর ‘সাহিত্যের পথে’ গ্রন্থের ‘সাহিত্যে নবত্ব’ প্রবন্ধে লিখেছেন - “অনেক নবীন কবির লেখায় এই সবলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে; বোঝা যাচ্ছে যে, বঙ্গসাহিত্যে একটি সাহসিক সৃষ্টি-উৎসাহের যুগ এসেছে।”[৩৭]

কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিশীল সাহিত্যের কোন লক্ষণ খুঁজে পান নি। আধুনিক সাহিত্যকে তিনি ‘রিয়ালিটির কারি-পাউডর’ বলেছেন। ঐ সাহিত্যে আছে দারিদ্র্যের স্ফূর্তি, অসংযম ও ভোগতৃষ্ণা। কবি লিখেছেন – “আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে সাজানো বাঁধি বুলি আছে – অপটু লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে ‘রিয়ালিটির কারি-পাউডর’। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন। আর একটা লালসার অসংযম।”[৩৮]

রবীন্দ্রনাথের মতে, আধুনিক সাহিত্য কৃত্রিম এবং সস্তা। সুতরাং কেবল বাস্তবতা নির্ভর সাহিত্য চিরন্তন সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নয়। তা মহৎ সাহিত্যের পক্ষে উপযোগী তো নয়ই, নিরাপদও নয়।

রবীন্দ্রনাথের এলিয়ট অনুবাদের দ্বিতীয় পর্যায় সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক এমন প্রগাঢ় চিন্তন গভীরতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। ততদিনে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কাব্য সৃষ্টিতে স্বয়ম্ভর হয়েছেন। বাস্তবতার স্বরূপ তিনি বুঝেছেন। তাঁর গদ্যকাব্যে বিচ্ছুরিত হয়েছে সৃষ্টির দ্যুতি। নিম্নবর্গীয় জীবনধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে গেছে। রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে এলিয়ট অনুবাদের প্রথম পর্যায় ছিল ‘পুনশ্চ’ কাব্যের কাল। গদ্যকাব্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখানেই সম্পূর্ণ হয়েছিল। লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কিত কোন অনুসন্ধান অপব্যয়ে পর্যবসিত হয় নি। দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুবাদ করেছেন তিনি বাস্তবের অবক্ষয়ী সাহিত্যকে চিত্রিত করার প্রয়োজনে। কবি মনে করেন, জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার সাহিত্য-রূপায়ণ আদর্শ সৃষ্টির স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। ইউরোপীয় সাহিত্যের বাস্তবতায় সাহিত্যের শ্লীল আবরণ নেই। আধুনিক সাহিত্যের উগ্র ভাঙনধর্মী রূপকে কবি সাধুবাদ জানাতে পারলেন না। বিচ্ছিন্নভাবে তিনি সাহিত্যকে দেখতে চান নি। সাহিত্যকে তিনি দেখেছেন পূর্ণতর সামগ্রিক রূপের অবয়বে।

রবীন্দ্রনাথ এলিয়টের কবিতার অনুবাদ করেছেন ‘আধুনিক কাব্য’ (‘পরিচয়’ পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে) প্রবন্ধে। আধুনিক কবিতার স্বরূপ বোঝাতে গিয়েই কবির এই অনুবাদ। প্রবন্ধটি ‘সাহিত্যের পথে’ (১৩৪৩ বঙ্গাব্দে) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। আধুনিকতা কালের দিক থেকে যতটা তার থেকে ভাবের কথাই বেশি। চলতে চলতে নদী যেমন বাঁক নেয়, সাহিত্যও তেমনি গতি বদলায়, ঐ বাঁকটাই হল আধুনিক। এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, আধুনিকতা মর্জি নিয়ে। আধুনিক কবিতা কাব্যের গতানুগতিক বিষয়-প্রকরণকে ভেঙে ফেলেছে। পুরানো কালের কৌলীন্যের প্রতি তার অবজ্ঞা। আধুনিক কবিতার ক্ষেত্র সর্বত্র প্রসারিত। কবিতা কোন কিছুকেই বাছ বিচার করে না। সর্বত্রই তার গতায়াত। রবীন্দ্রনাথ এলিয়টের কবিতার অনুবাদের মধ্য দিয়ে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে তার বিতৃষ্ণার কথা জানিয়েছেন। আধুনিক কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের এমন বিরূপতা নিয়ে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন ওঠে। একথা ঠিক, রবীন্দ্রনাথ নিজেও আধুনিক কবিতা লিখেছেন, কিন্তু তা স্বভাবধর্মে একান্তই রাবীন্দ্রিক। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ এলিয়টের ‘Preludes’ – কবিতার কয়েকটি স্তবকের অসাধারণ অনুবাদ করেছেন। অনূদিত ঐ কাব্যপংক্তিগুলি অনুবাদক রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করে। এলিয়ট আধুনিক কাব্যের প্রাণপুরুষ। তার প্রভাব পাশ্চাত্য ছাড়িয়ে এই প্রাচ্যভূমিতে ঢেউ তুলেছে। আধুনিক কাব্যের স্বরূপ লক্ষণ চিহ্নিত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘Preludes’ – কবিতার সময়োচিত অনুবাদ করেছেন। এলিয়টের কবিতাটি নিম্নরূপ–

"The winter evening settles down
With smell of steaks in passageways
Six O'Clock.
The burnt out ends of smoky days.
And now a gusty shower wraps The grimy scraps
Of withered leaves about your feet
And newspapers from vacant lots;
The showers beat
On broken blinds and chimney-pots,
And at the corner of the street
A lonely cab-horse steams and stamps.
And then the lighting of the lamps".[৩৯]

- কবিতায় এসেছে বাস্তবনিষ্ঠ বর্ণনা। যন্ত্রণা দীর্ণ নগর জীবন, যেখানে আছে গ্লানি ও হতাশা। আছে শুষ্ক রুক্ষতা। সেদ্ধ মাংসের গন্ধ, ধোঁয়াটে দিন, পোড়াবাতি, পোড়ো জমি, ঝুলমাখা শুকনো পাতা, ছেঁড়া খবরের কাগজ, ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়া – এ সব শব্দ অথবা পংক্তি আধুনিক কবিতার মেজাজ ও মনোবীজকে চমৎকারিত্ব দান করেছে। কবিতা হয়ে উঠেছে স্বতঃস্ফূর্ত ও নগরচিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কবিতাটির রবীন্দ্র অনুবাদ এরকম –

"এ-ঘরে ও-ঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসর গন্ধ,
তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।
এখন ছ'টা –
ধোঁয়াটে দিন, পোড়া বাতি, শেষ অংশে ঠেকল।
বাদলের হাওয়া পায়ের কাছে উড়িয়ে আনে
পোড়ো জমি থেকে ঝুলমাখা শুকনো পাতা
আর ছেঁড়া খবরের কাগজ।
ভাঙা সার্শি আর চিমনির চোঙের উপর
বৃষ্টির ঝাপট লাগে,
আর রাস্তার কোণে একা দাঁড়িয়ে এক ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়া,
ভাপ উঠছে তার গা দিয়ে আর সে মাটিতে ঠুকছে খুর।"[৪০]

অসাধারণ এই অনুবাদ। কিন্তু এলিয়ট অনুসারী বাস্তবতাকে খুব কাছে থেকে দেখার ফলে রবীন্দ্র-নন্দনতত্ত্ব ধাক্কা খায়। এলিয়টের এই কবিতা রবীন্দ্রনাথকে খুশি করতে পারে নি। কবিতা আধুনিক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খণ্ড খণ্ড চিত্রে কবিতার অবয়বটি গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু কবিতার শোভনরীতি এবং কল্যাণনীতি উপেক্ষিত, যা হয়ে উঠেছে খাপছাড়া। একথা ঠিক, এই কবিতা রাবীন্দ্রিক নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'চিত্তবিকার'। তিনি তাঁর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে লিখেছেন – "বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ি তাল-ঠোকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করি নে"।[৪১] রবীন্দ্রনাথ সামান্য ছুতোয় এমন সৃষ্টিকেও বাতিল করতে চান না। এলিয়ট কবিতায় 'বাসি বিয়ার – মদের গন্ধ' কে যখন কবিতায় অবলীলায় নিয়ে আসেন, তখন কবি তাকে বিষম অপব্যয় ছাড়া আর কিই বা বলবেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে এ এক কাদা মাখা সকালের বর্ণনা। কবিতার তৃতীয় স্তবকে এলিয়ট এমন সকালে এক মেয়ের উদ্দেশ্যে বলেছেন –

"You tossed a blanket from the bed,

You lay upon your back, and waited;
You dozed, and watched the night revealing
The thousand sordid images
Of which your soul was constituted”.[৪২]

কবিতায় সৌজন্যের স্থান নিয়েছে পচা মাংসের বিলাস। মেয়েটি কম্বলকে যত্ন করে গুছিয়ে রাখে নি। চিৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করছে, ঝিমোচ্ছে। তার চিন্তা সুস্থিত নয়, খেলো খেয়ালের ছবি। রবীন্দ্রনাথ স্তবকটির অনুবাদ করেছেন এরকম–

“বিছানা থেকে তুমি ফেলে দিয়েছো কম্বলটা,
চিৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ,
কখনো ঝিমচ্ছ, দেখছ রাত্রিতে প্রকাশ পাচ্ছে
হাজার খেলো খেয়ালের ছবি
যা দিয়ে তোমার স্বভাব তৈরি।”[৪৩]

অনুবাদ চমৎকার। কিন্তু এমন সস্তা বাস্তবতার প্রতি আস্থা রাখতে পারেন নি রবীন্দ্রনাথ। এই প্রত্যক্ষ বাস্তবতা কোন উপলব্ধির সঞ্চার ঘটায় না।

রবীন্দ্রনাথ যদি সকালবেলার বর্ণনা দিতেন, তবে সে বর্ণনা হয়তো শিউলির গন্ধভরা প্রথম আশ্বিনের মত হতে পারত। রবীন্দ্রনাথ কবি এলিয়টের সকালের এমন বর্ণনায় খুশি হতে পারেন নি। বললেন – “এই ধোঁয়াটে, এই কাদামাখা, এই নানা বাসি গন্ধ ও ছেঁড়া আবর্জনাওয়ালা নিতান্ত খেলো সন্ধ্যা খেলো সকালবেলার মাঝখানে কবির মনে একটা বিপরীত জাতের ছবি জাগল”।[৪৪]

এলিয়ট কবিতাটির শেষ তিনটি পংক্তিতে লিখেছেন –

“Wipe your hand across your mouth, and laugh;
The worlds revolve like ancient women
Gathering fuel in vacant lots”. [৪৫]

কবিতায় আছে সংসারের বর্ণনা। কিন্তু সে বর্ণনার মধ্য দিয়ে এই খেলো সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ পাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ এই তিনটি পংক্তির অনুবাদ করেছেন এরকম –

“মুখের উপরে একবার হাত বুলিয়ে হেসে নাও।
দেখো, সংসারটা পাক খাচ্ছে যেন বুড়িগুলো
ঘুঁটে কুড়োচ্ছে পোড়ো জমি থেকে।”[৪৬]

এমন অনুবাদের পরে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাটি চমৎকার। আসলে বিশ্বযুদ্ধের পর পরই আমাদের সংসারের সুস্থিত রূপটি ভেঙে গেছে। নিদারুণ অভিজ্ঞতায় মন হয়ে উঠেছে শক্ত ও কর্কশ। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটে। যুদ্ধের ফলে সমাজের এতদিনকার স্বাভাবিক গড়ন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা রূঢ় হয়ে ওঠে। এলিয়টের কবিতার শেষোক্ত তিনটি পংক্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন– “এই ঘুঁটে-কুড়ানো বুড়ো সংসারটার প্রতি কবির অনভিরুচি স্পষ্টই দেখা যায়। সাবেক-কালের সঙ্গে প্রভেদটা এই যে, রঙিন স্বপ্ন দিয়ে মনগড়া সংসারে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার ইচ্ছেটা নেই। কবি এই কাদা ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে দিয়েই কাব্যকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছেন, ধোপ দেওয়া কাপড়টার উপর মমতা না ক’রে। কাদার উপর অনুরাগ আছে ব’লে নয়, কিন্তু কাদার সংসারে চোখ চেয়ে কাদাটাকেও জানতে হবে, মানতে হবে ব’লেই”।[৪৭]

এলিয়টের কবিতায় বাস্তব বর্ণনা প্রতিষ্ঠিত সত্য। কিন্তু কখনো কখনো তার রূপ কবিতার শীলিত মাধুর্যের হানি ঘটায়। যেমন রবীন্দ্রনাথ এলিয়টের একটি কবিতার উল্লেখ করে লিখেছেন, এক বড়ো ঘরের বৃদ্ধার মৃত্যুতে শববাহকেরা যখন সৎকারের যথোচিত ব্যবস্থা করতে তৎপর, ঠিক তখনই “বাড়ির বড়-খানসামা ডিনার-টেবিলের ধারে বসে, বাড়ির মেজো -ঝিকে কোলের উপর টেনে”[৪৮] নিয়েছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 31 - 45
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রবীন্দ্রনাথের মতে, বাস্তবতার এমন বর্ণনার প্রয়োজন ছিল না। এমন ইউরোপীয় আধুনিকতা সাহিত্যে বেমানান। তবুও 'দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' (The Waste Land) ও 'ফোর কোয়ার্টেটস' (Four Quartets) – এর মত মহৎ স্রষ্টাকে উপেক্ষা করা যায় না। আমাদের এই নাস্তিক যুগেও আধুনিক কবিতায় একান্ত বাস্তব চিত্রের রূপকার ধর্মবোধের মধ্যেই অমৃতত্ব প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন। আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই তিনি বেঁচে থাকার সময়োচিত পুনর্বাসন খুঁজে নিয়েছেন। দুই কবির মধ্যেই আছে বাস্তব জীবনের অভিঘাত ও তপ্ত যন্ত্রণা। এলিয়ট জীবনের উপান্তে হয়ে উঠেছেন আধ্যাত্মবাদী, আর রবীন্দ্রনাথ আজন্ম আধ্যাত্মিক।

এতো গেল একদিক। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৃষ্টিকে খুঁটিয়ে দেখলে মনে হয়, বাস্তব-সাধনার প্রতি, ইউরোপীয় আধুনিকতার প্রতি তিনি বুঝি শেষ জীবন পর্যন্ত সংশয় পোষণ করে গেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ লেখক জীবনে সৃষ্টির ছায়া – রোদ্দুর বুনতে বুনতে কবে যে তিনি আধুনিক হয়ে উঠেছিলেন, তার দিনক্ষণ নির্ণয় করা কঠিন। তিনি নিজেও বুঝি মুহূর্তটা মনে রাখেন নি। কিন্তু তিনি আধুনিক। এলিয়ট আধুনিক হয়েও ভারততত্ত্ব শিক্ষার মধ্য দিয়ে নীতিজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ কবি ও দার্শনিক হয়েও বাস্তবকে পরিব্যাপ্তভাবে চিনেছিলেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ শেষদিন পর্যন্ত হালের বাস্তব সাধনার আধুনিক কাব্যকে অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন কিনা বলা কঠিন। এলিয়টের বৌদ্ধিক প্রখরতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক সত্তার কোথাও বুঝি অমিল থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন – "আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদগতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক"।[৪৯]

আমাদের এই লাভ – লোভ – হিংসা পরিপূর্ণ দ্বন্দ্বের মর্ত্যভূমিতে মানব পুত্র যীশুর আগমন বার্তা ঘোষিত হয়েছে। মহামানব জন্ম নিয়েছেন আমাদের এই বেদনার পৃথিবীতে। তাঁর আগমন উপলক্ষে এলিয়ট লিখেছেন 'Journey of the Magi' – কবিতাটি। এমন বাস্তবদীর্ণ পৃথিবীতে মানব প্রেমের বাণীবাহক যীশুর হৃদয় কন্দরে আশ্রয় নিতে চেয়েছেন কবি। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির সৃষ্টিশীল অনুবাদ করেছেন 'তীর্থযাত্রী' নাম দিয়ে। কিন্তু অনুবাদেই রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হতে পারেন নি। সৃষ্টির মধ্যে নতুন সৃষ্টির অনুবাদেও তিনি ক্ষান্ত থাকতে পারেন নি। লিখলেন 'পুনশ্চ' কাব্যের 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি। এলিয়ট লিখেছিলেন –

> "There was a Birth, certainly,
> We had evidence and no doubt".[৫০]

রবীন্দ্র অনুবাদে –

> "জন্ম একটা হয়েছিল বটে
> প্রমাণ পেয়েছি, সন্দেহ নেই।"[৫১]

রবীন্দ্রনাথ অতৃপ্ত থেকে গেলেন। হয়ত অনুবাদের রস তাঁর সৃষ্টিসত্তাকে আহত করেছিল। আধ্যাত্মবাদী কবির কাছে মহামানব যীশুর জন্মের নক্ষত্র সংকেত এল। আদিম অন্ধকার ভেদ করে, দুর্গম পথ অতিক্রম করে মানব শিশু আবির্ভূত হলেন। নক্ষত্রের ইঙ্গিত ভুল হয় না। প্রেম-করুণা ও মানবতার নবযুগের বার্তা নিয়ে এল মানব শিশু। রবীন্দ্রনাথ 'শিশুতীর্থ' কবিতায় লিখলেন –

> "মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
> ঊষার কোলে যেন শুকতারা।
> দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
> কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝঙ্কার, গান উঠল আকাশে –
> জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।
> সকলে জানু পেতে বসল, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মূঢ়;
> উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে – জয় হোক মানুষের,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 31 - 45
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।"[৫২]

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, তীর্থযাত্রী, পুনশ্চ (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২৯৮
২. T.S. Eliot, Journey of the Magi, Ariel Poems, The Poems of T.S. Eliot, Volume – 1, Edited by Christopher Ricks and Jim McCue, Faber and Faber, London, 2018, P. 101
৩. ibid, P. 101
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, তীর্থযাত্রী, পুনশ্চ (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২৯৮
৫. T.S. Eliot, Journey of the Magi, Ariel Poems, The Poems of T.S. Eliot, Volume – 1, Edited by Christopher Ricks and Jim McCue, Faber and Faber, London, 2018, P. 101
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, তীর্থযাত্রী, পুনশ্চ (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২৯৮
৭. T.S. Eliot, Journey of the Magi, Ariel Poems, The Poems of T.S. Eliot, Volume – 1, Edited by Christopher Ricks and Jim McCue, Faber and Faber, London, 2018, P. 101
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, তীর্থযাত্রী, পুনশ্চ (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২৯৮
৯. T.S. Eliot, Journey of the Magi, Ariel Poems, The Poems of T.S. Eliot, Volume – 1, Edited by Christopher Ricks and Jim McCue, Faber and Faber, London 2018, P. 101
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, তীর্থযাত্রী, পুনশ্চ (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২৯৮
১১. T.S. Eliot, Four Quartets, East Coker (v), The Poems of T.S. Eliot, Volume – 1, Edited by Christopher Ricks and Jim McCue, Faber and Faber, London, 2018, P. 191
১২. ibid, Journey of the Magi, Ariel Poems, P. 101
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, তীর্থযাত্রী, পুনশ্চ (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২৯৮
১৪. T.S. Eliot, Journey of the Magi, Ariel Poems, The Poems of T.S. Eliot, Volume – 1, Edited by Christopher Ricks and Jim McCue, Faber and Faber, London 2018, P. 101
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, তীর্থযাত্রী, পুনশ্চ (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২৯৮
১৬. T.S. Eliot, Journey of the Magi, Ariel Poems, The Poems of T.S. Eliot, Volume – 1, Edited by Christopher Ricks and Jim McCue, Faber and Faber, London, 2018, P. 102
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, তীর্থযাত্রী, পুনশ্চ (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২৯৮
১৮. T.S. Eliot, Journey of the Magi, Ariel Poems, The Poems of T.S. Eliot, Volume – 1, Edited by Christopher Ricks and Jim McCue, Faber and Faber, London, 2018, P. 102
১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, তীর্থযাত্রী, পুনশ্চ (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২৯৯
২০. পূর্বোক্ত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ১৫৩
২১. পূর্বোক্ত, কড়ি ও কোমল, প্রাণ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৬১
২২. P.B. Shelley, Adonais, The Selected Poetry and Prose of Shelley, Wordsworth Poetry Library, London, 2002, P. 518
২৩. ibid, PP. 518, 519
২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, স্মরণ (১২ সংখ্যক কবিতা), রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃঃ ৩২৪
২৫. পূর্বোক্ত, ১৭ সংখ্যক কবিতা, পৃ. ৩২৭
২৬. পূর্বোক্ত, ২৭ সংখ্যক কবিতা, পৃ. ৩৩৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 31 - 45
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২৭. T.S. Eliot, Journey of the Magi, Ariel Poems, The Poems of T.S. Eliot, Volume – 1, Edited by Christopher Ricks and Jim McCue, Faber and Faber, London, 2018, P. 102
২৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, তীর্থযাত্রী, পুনশ্চ (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২৯৯
২৯. পূর্বোক্ত, জন্মদিন (কবিতা), পরিশেষ (কাব্যগ্রন্থ), অষ্টম খণ্ড, পৃ. ১২৪
৩০. পূর্বোক্ত, 'পান্থ' (কবিতা), পৃ. ১২৬
৩১. পূর্বোক্ত, 'কোপাই' কবিতা, পুনশ্চ (কাব্যগ্রন্থ), অষ্টম খণ্ড, পৃ. ২৩৫
৩২. পূর্বোক্ত, 'নতুন কাল' কবিতা, পুনশ্চ (কাব্যগ্রন্থ), পৃ. ২৩৭
৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৮
৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯
৩৫. পূর্বোক্ত, সাহিত্যের বিচারক (প্রবন্ধ), সাহিত্য (প্রবন্ধ গ্রন্থ), চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬২৫-৬২৬
৩৬.. পূর্বোক্ত, বাস্তব (প্রবন্ধ), সাহিত্যের পথে (প্রবন্ধ গ্রন্থ), রবীন্দ্র-রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড), পৃ. ৪২৯
৩৭. পূর্বোক্ত, সাহিত্যে নবত্ব (প্রবন্ধ), সাহিত্যের পথে (প্রবন্ধ গ্রন্থ), রবীন্দ্র-রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড), পৃ. ৪৫৬-৪৫৭
৩৮. পূর্বোক্ত, সাহিত্যে নবত্ব, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৪৫৭
৩৯. T. S. Eliot, Preludes, Prufrock and other observations, The poems of T.S. Eliot, Vol-1, Edited by Christopher Ricks and Jim McCue, Faber and Faber, London, 2018, P. 15
৪০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৪৬৭
৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৮
৪২. T. S. Eliot, Preludes, Prufrock and other observations, The poems of T.S. Eliot, Vol-1, Edited by Christopher Ricks and Jim McCue, Faber and Faber, London, 2018, P. 16
৪৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৪৬৭
৪৪. তদেব
৪৫. T. S. Eliot, Preludes, Prufrock and other observations, The poems of T.S. Eliot, Vol.-1, Edited by Christopher Ricks and Jim McCue, Faber and Faber, London, 2018, P. 17
৪৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৪৬৮
৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৮
৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭০
৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৮ – ৪৬৯
৫০. T.S. Eliot, Journey of the Magi, Ariel Poems, The Poems of T.S. Eliot, Volume – 1, Edited by Christopher Ricks and Jim McCue, Faber and Faber, London, 2018, P. 102
৫১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, তীর্থযাত্রী, পুনশ্চ (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২৯৯
৫২. পূর্বোক্ত, শিশুতীর্থ (কবিতা), পুনশ্চ (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৩২৫